বার্তি সংযুক্তি ২

বাক্যের সত্যতা যথার্থভাবে ব্যবহারের জন্য অধ্যয়ন সহায়ক

"তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষা সিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথাযথরূপে ব্যবহার করিতে জানে" (২তীম ২:১৫)।

সত্য বাক্যকে (বাইবেল) সঠিকভাবে ব্যবহার করা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল অন্য সবকিছুর সাথে পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে। পুরাতন নিয়ম হল ছায়া যেখানে নতুন নিয়ম হল অবিকল মূর্তি (ইব্রীয় ১০:১)। পুরাতন নিয়মকে "ক্রুশে প্রেকবিদ্ধ" করে দূর করে দেয়া হয়েছে এবং নতুন নিয়ম এখন ব্যবস্থা যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে অবশ্যই পালনীয় (কল ২:১৪)। পুরাতন নিয়ম হল দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুল্যবান এবং সর্বদা ঈশ্বর কিভাবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন তাহা দেখতে সাহায্য করে (১করি ১০:৬)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পুরাতন নিয়মে এবং উহার পরিপূর্ণতা নতুন নিয়মে। (295 পৃষ্ঠার ছকটি অধ্যয়ন করুন।)

সত্যের বাক্যকে যথার্থ ভাবে ব্যবহার করুন
২তীমথিয় ২:১৫

পুরাতন নিয়ম	নতুন নিয়ম
প্রতিজ্ঞা করুন (আদি ৩:১৫; ১২:৩)	**প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা প্রাপ্ত**
১। রাজ্য স্থাপিত হবে (দানিয়েল ২:৪৪)	মার্ক ৯:১; প্রেরিত ১:৮; ২:১-৪; লূক ২২:২৯,৩০; ১করি ১১:২৩
২। প্রভুর গৃহ নির্মিত হবে (যিশা ২:২,৩)	ইব্রীয় ১০:২১; ১তীমথিয় ৩:১৫
"শেষ কালে" হবে	প্রেরিত ২:১৬,১৭; ইব্রীয় ১:১,২
যিরূশালেমের মধ্যে	লূক ২৪:৪৬,৪৭; প্রেরিত ১:৪-৮
সমস্ত জাতি প্রবেশ করতে পারবে	প্রেরিত ২:৯; রোমীয় ১:১৬
৩। রাজা হবেন খ্রীষ্ট (যিরমিয় ২৩:৫,৬)	মথি ২৮:১৮; প্রেরিত ২:২৯-৩৩
৪। নতুন নিয়ম স্থাপন (যিরমিয় ৩১:৩১	মথি ১৬:১৮,১৯; প্রেরিত ২:৩৬-৩৮; ইব্রীয় ৯:১৫-১৭
৫। পবিত্র আত্মা দত্ত হবে (যোয়েল ২:২৮)	প্রেরিত ২:১৬-২১

মণ্ডলীর বিষয়ে সকল প্রতিজ্ঞা প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যেখানে একটি দিনের ঘটনা উল্লেখ হয়েছে, সেদিন ছিল পঞ্চাশত্তমীর দিন।

রাজ্য সম্পর্কে প্রত্যেক বাক্য যাহা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর ২ অধ্যায়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে উহা ভবিষ্যতের অর্থে বোঝানো হয়েছে (যিশা ২:২-৪; মীখা ৪:১,২; দানিয়েল ২:৪৪; মথি ৩:১,২; ৬:৯,১০; ১৬:১৮; মার্ক ৯:১)।

প্রেরিত ২: পঞ্চাশত্তমী

রাজ্যের সম্পর্কে প্রত্যেক বাক্য যাহা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর ২ অধ্যায়ের পরে উল্লেখ করা হয়েছে তাহাতে দেখা যায় যে উহা বর্তমান হিসেবে উল্লেখ করেছে (প্রেরিত ২:৪৭; কলসীয় ১:১৩,১৪)।

বাইবেল অনুসারে কিভাবে একটি নতুন মণ্ডলী গঠন করা যায়

একটি স্বাধীন দেহ হিসেবেঃ প্রভুর প্রত্যেকটি মণ্ডলী আলাদা, স্বাধীন একক। একটি মণ্ডলী কখনই অন্য মণ্ডলীর উপরে কর্তৃত্ব করতে পারেনা। অনেক মণ্ডলীর একত্রিত কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান নেই, সেমত স্থানীয় মণ্ডলীর চেয়ে বড় কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

খ্রীষ্টের দেহ হিসেবেঃ বাইবেলে মণ্ডলীকে "খ্রীষ্টের দেহ" বলে অবিহিত করা হয়েছে। এই ধরনের উক্তিতে আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট হলেন "দেহের মস্তক" (কল ১:১৮; ইফি ১:২২)। যেমন দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজ নিজ কাজ আছে, তেমন খ্রীষ্টের দেহেরও আছে। মণ্ডলীর কোন সদস্যই অন্য সদস্যের চেয়ে অধিক গুরুত্বপুর্ন নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান আছে এবং সমস্ত দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর উপকারের জন্য করণীয় আছে।

যীশুকে এক মাত্র মস্তক হিসেবেঃ খ্রীষ্ট হলেন "মণ্ডলীর মস্তক" তাঁহার সকল কর্তৃত্ব আছে (মথি ২৮:১৮)। মণ্ডলীর কাঠামোতে কোন প্রকার পরিবর্তন করার ক্ষমতা কাহার নেই কারন কাহারও উহা করার মত অধিকার নেই।

প্রাচীনদের নেতৃত্বের অধিনেঃ স্থানীয় মণ্ডলী যখন সংখ্যায় এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণতা পাবে, তখন সেবা করবার জন্য মণ্ডলীর পুরুষদের মধ্য থেকে প্রাচীন নিয়োগ দান করতে হবে। এই লোকদেরকে একমাত্র স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা বাছাইকৃত হতে হবে; তাহারা নিজেদেরকে নিজেরা নিয়োগ দিতে পারবেনা। প্রাচীনদেরকে অবশ্য "মেষপালকগন/shepherds" বলা হয় এবং মেষদের অভিভাবক হিসেবে সেবা করেন (১পিতর ৫:১-৫)। প্রাচীনদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার তথ্য পাওয়া যাবে ১তীম ৩:১-৮ এবং তীত ১:৫-৮)।প্রাচীনগন ও পরিচারকগনদের নিয়োগ দান ছাড়াও মণ্ডলী সৃষ্টি করা যেতে পারে। সর্ব প্রথম পর্যায়ে মণ্ডলীর আরম্ভ অবশ্যই উহাদের ছাড়া হতে হবে, কারন ঐসকল পদে যাহারা যোগ্য সেবা করবেন তাহাদের যথার্থ গুণাবলী দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আর্জন করতে হবে।

সেবা করার জন্য পরিচারক নিয়োগ দানের মাধ্যমেঃ মণ্ডলীকে সেবা করার জন্য পুরুষদেরকে পরিচারক পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। তাহারা প্রাচীনদের অধীনে কাজ করবেন (ফিলি ১:১; প্রেরিত ২০:২৮)। তাহাদের যোগ্যতা পাওয়া যাবে ১তীমথিয় ৩:৮-১৩।

খ্রীষ্টিয় পুরুষ

বহুদিক দিয়ে, খ্রীষ্টিয়ান পুরুষদের মত খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদেরও একই দায়ীত্ব আছে। উভয়কেই প্রতিনিয়ত বিশ্বস্তভাবে উপাসনায় উপস্থিত হতে হবে (ইব্রীয় ১০:২৫), সঙ্গতি অনুসারে দান করতে হবে (১করি ১৬:২), নির্মল জীবনে পরিচালিত হতে হবে (যাকোব ১:২৭), সুসমাচার প্রচার করতে হবে (মথি ২৮:১৯,২০), বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে (২তীম ২:১৫; প্রেরিত ১৭:১১ দেখুন), এবং আত্মায় বৃদ্ধি পেতে হবে (১পিতর ২:২)।

একজন খ্রীষ্টিয়ান পুরুষের কি করা উচিৎ নয়ঃ

১। তিনি তাহার স্ত্রীর ও সন্তানদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করবেন না (ইফি ৫:২৫-৩১; ১পিতর ৩:৭; ১থিষ ২:১১)।

২। তিনি হিংস্র বা উগ্র হবেন না (রোম ১২:১৮)।

৩। তিনি ভেদবিচারহীন বিশৃঙ্খল হবেন না (১করি ৬:১৮,১৯)।

৪। তিনি আরাম আয়েশ ও সুখের অনুসন্ধান করবেন না (২তীম ৩:৪; তীত ৩:৩)।

৫। তিনি নির্মম অথবা আবেগ বিহীন হবেন না (লুক ২২:৬২; যোহন ১১:৩৫; প্রেরিত ২০:৩৭)।

একজন খ্রীষ্টিয়ান পুরুষের কি করা উচিতঃ

১। তিনি প্রভুর মণ্ডলীর নের্তৃত্বের জন্য দায়ী থাকবেন (১তীম ২:৮-১৫); ১করি ১৪:৩৩,৩৬)।

২। তাহার পরিবারকে প্রেমের দ্বারা পরিচালনা দিতে হবে (ইফি ৫:২১-৩৩; কল ৩:১৮-২১; ১পিতর ৩:১-৬; ১করি ১১:২-৫)।

৩। তাহার পরিবারের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক খাদ্য যোগান দিতে হবে (১তীম ৫:৮)।

৪। তাহাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি তাহার সন্তানদের যোগ্য করে গড়ে তুলতেছেন কিনা (ইফি ৬:৪)।

পুরুষদের জন্য নতুন নিয়মের "অনুকরণীয় ব্যক্তি"

১। মণ্ডলীতে দত্ত নেতাদের গুণাগুণ অনুকরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকল খ্রীষ্টিয়ানদের থাকতে হবে। (299 পৃষ্ঠা দেখুন।)

২। তাহাদেরকে অবশ্যই যীশুর মত সেবক নেতা হতে হবে (লুক ২২:২৭)।

৩। বার্নাবাসের মত, পুরুষেরা অর্থনৈতিকভাবে দানশীল এবং উৎসাহমুলক বাক্য ব্যবহারকারী হতে পারেন (প্রেঃ ৪:৩৬, ৩৭)।

৪। ফিলীমনের মত, পুরুষ লোকেরা তাহাদের গৃহকে সহ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন (ফিলীমন ২) এবং নিজের আলাদা ব্যক্তিত্ব দূরে রেখে যাহা ভ্রাতৃগনের জন্য মঙ্গল জনক তাহা করতে পারেন (ফিলীমন ১০-২০)।

খ্রীষ্টিয় স্ত্রীলোক

বাক্যানুসারে খ্রীষ্টিয় স্ত্রীলোকেরা কি কি করতে পারেনাঃ

১। তাহাকে মণ্ডলীর উপাসনায় নেতৃত্বদান করতে নিষেধ করা হয়েছে (১করি ১৪:৩৪,৩৫; দেখুন ১৪:১৯,২৩,২৬,২৮) প্রচারকগন মণ্ডলীতে প্রচার করেন অতএব খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকেরা প্রচারক হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।

২। পুরুষদের উপরে তাহার (স্ত্রীলোক) কর্তৃত্ব নিষেধ করা হয়েছে; অতএব তিনি একজন প্রাচীন অথবা পরিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না (১তীমথিয় ২:১২; ৩:২)।

৩। তাহাকে তাহার স্বামীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যেতে নিষেধ করা হয়েছে (১করি ১১)।

বাক্যানুসারে খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকেরা কি কি করতে পারেঃ

১। যে সমস্ত কাজে পুরুষদের উপরে কোন কর্তৃত্ব নেই সেই সমস্ত কাজ করতে তাহাকে নিষেধ করা হয় নাই।

২। তাহাকে অন্য স্ত্রীলোকদের অথবা শিশুদের শিক্ষা দিতে নিষেধ করা হয় নাই। কিছু কিছু অবস্থায় সে শিক্ষা দিতে পারবে অথবা পুরুষদের শিক্ষাদিতে সহায়তা করতে পারবে (প্রেঃ ১৮:২৪-২৮; তীত ২:৪)।

৩। ব্যক্তিগত ভাবে অন্যকে খ্রীষ্টে পরিচালনা করতে তাহাকে নিষেধ করা হয় নাই।

৪। মণ্ডলীর জন্য কাজ করতে তাহাকে নিষেধ করা হয় নাই, যে কোন কাজ যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে তাহার উপযুক্ত থাকবে সেই কাজ করে বেতন নিতেও তাহার জন্য নিষেধ করা হয় নাই।

স্ত্রীলোকদের জন্য নতুন নিয়মের "অনুকরণীয় স্ত্রীলোক"

১। যে স্ত্রীলোকেরা যীশুর সাথে ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষা দান কার্য্যে তাঁহাকে তাহারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন (মথি ২৭:৫৫; লুক ৮:১-৩)।

২। মেরী, লাসারের বোন, প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করেছিলেন (লুক ১০:৩৯,৪২)।

৩। মগদলীনী মরিয়ম ছিলেন প্রভুর প্রতি উৎসর্গীত অনুসারী, পূনরুত্থিত প্রভুর কথা অন্যদের বলতে ব্যাকুলছিলেন (যোহন ২০:১-১৮)।

৪। দর্কা, অথবা টাবিথা যিনি "দয়া এবং পর উপকারী কার্য্য" করতেন (প্রেরিত ৯:৩৬)।

৫। ফৈবী ছিলেন "মণ্ডলীর একজন সেবক" পৌলের সাহায্যকারী (রোম ১৬:১,২)।

৬। প্রিস্কিলা একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী, একজন প্রেরিতের সহকারী, ও মিশনারী। তাহার স্বামীর সাথে তিনি তাহার নিজ বাড়িতে মণ্ডলীর উপাসনা করতে স্থান দিয়েছিলেন। (রোম ১৬:৩-৫; প্রেরিত ১৮:১-৩; প্রেরিত ১৮:২৪-২৮।)

প্রাচীনেরা কেমন হবেন, সকল খ্রীষ্টিয়ানগন কেমন হবেন

প্রাচীনগণ	চারিত্রিক বর্ননা	সকল খ্রীষ্টিয়ান
১ তীমথিয় ৩:২	অনিন্দনীয় (নির্দোষ)	১ তীমথিয় ৫:৭; ৬:১৪
১ তীমথিয় ৩:২	আত্মসংযমী (সতর্ক)	১পিতর ১:১৩; ৪:৭; ৫:৮
১ তীমথিয় ৩:২	পরিপাটি (বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন)	তীত ২:২,৫; রোম ১২:৩
১ তীমথিয় ৩:২	অতিথি সেবক	রোম ১২:১৩; ইব্রীয় ১৩:২
১ তীমথিয় ৩:২	শিক্ষা দিতে পারেন	ইব্রীয় ৫:১২
১ তীমথিয় ৩:৩	মদ্যপানে আসক্ত নয়	তীত ২:৩; ইফি ৫:১৮
১ তীমথিয় ৩:৩	ধীরতা ব্যবহার করেন	ফিলিপিয় ৪:৫; কল ৩:১৩; তীত ৩:২
১ তীমথিয় ৩:৩	নির্বিরোধ (যিনি ঝগড়াটে নয়; তুমুল ঝগড়া করেন না)	যাকোব ৪:২; ২তীমথিয় ২:২৪
১ তীমথিয় ৩:৩	অর্থলোভী নয়	১তীমথিয় ৬:১০; ২তীমথিয় ৩:২
১ তীমথিয় ৩:৪	তাহার সন্তানেরা থাকে বাধ্য ও সম্মান করে	ইফি ৬:১-৪
১ তীমথিয় ৩:৭	বহিঃস্থ লোকদের দ্বারা উত্তম সাক্ষ্য প্রাপ্ত	১পিত ২:১২-১৬
তীত ১:৮	ন্যায়পরায়ণ (ধার্ম্মিক)	কলসীয় ৪:১
তীত ১:৮	সাধু ও জিতেন্দ্রিয় (পবিত্র)	ইফি ৪:২৪; ১তীম ২:৮
তীত ১:৮	আত্ম সংযমী	গালা ৫:২৩

প্রাচীনদের তিনটি গুণাবলী আছে যাহা সকল খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রয়োজন নেই। প্রাচীনদের "এক স্ত্রীর স্বামী" হতে হবে, তাহাদের "বিশ্বাসী সন্তান" থাকতে হবে, তাহারা "নতুন খ্রীষ্টিয়ান" হতে পারবেনা (১তীম ৩:২,৬; তীত ১:৬)। (বিবাহিত খ্রীষ্টিয়ানদের একজন স্বামী অথবা স্ত্রী থাকতে হবে, অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান হতে পারবেনা)